

১) চিংড়ি -

পর্ব : আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) ।

বৈশিষ্ট্য : মাথায় একজোড়া পুঞ্জাঙ্কি ও অ্যান্টেনা থাকে। দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উদাঙ্গ বিদ্যমান। নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত। দেহের রক্তপূর্ণ গহবর হিমোসিল নামে পরিচিত।

বাসস্থান : এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে
বসবাস করে। এদের বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানিতে ও সমুদ্রে
বাস করে।

উপকারিতা : চিংড়ি মাছ আমাদেরকে
অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে থাকে।

Mechanical Engineering

অপকারিতা : কারো কারো ক্ষেত্রে চিংড়ি মাছ খেলে
এনার্জি জনিত সমস্যা হতে পারে।

০২) মোমাছি -

পর্ব : আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) ।

বৈশিষ্ট্য : মাথায় একজোড়া পুঞ্জাঙ্কি ও অ্যান্টেনা থাকে । দেহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত ও সন্ধিযুক্ত উদাঙ্গ বিদ্যমান । নরম দেহ কাইটিন সমৃদ্ধ শক্ত আবরণী দ্বারা আবৃত । দেহের রক্তদূর্ণ গহবর হিমোসিল নামে পরিচিত ।

বাসস্থান : এরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সকল পরিবেশে
বসবাস করে। এদের বহু প্রাণী স্থলে, স্বাদু পানিতে ও সমুদ্রে
বাস করে।

উপকারিতা : মোমাছি সাহায্যে উৎপাদিত মধু
আমাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করে থাকে।

অপকারিতা : মোমাছির কামড়ে বিষাক্ত জনিত ব্যথা
হতে পারে।

৩) ফিতা কৃমি-

পর্ব : প্লাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes) ।

বৈশিষ্ট্য : দেহ চ্যাপটা, উভলিঙ্গ। এরা বহিঃপরজীবী ও অন্তঃপরজীবী। পুরো কিউটিকুল দ্বারা আবৃত থাকে। দেহে চোষক ও আংটা থাকে। দেহে শিখা অঙ্গ নামে বিশেষ অঙ্গ থাকে। এগুলো রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। দোষিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ বা অনুপস্থিত।

বাসস্থান : এই পর্বের বহু প্রজাতির বহিঃপরজীবী, অন্তঃপরজীবী হিসেবে অন্য জীব দেহের বাইরে বা ভিতরে বসবাস করে। এ পর্বের কিছু প্রজাতি মুক্তজীবী হিসেবে স্বাদু পানিতে আবার কিছু প্রজাতি লবণাক্ত পানিতে বাস করে। তবে এ পর্বের কোনো কোনো প্রাণী ভেজা ও মগ্নতমগ্নতে মাটিতে বাস করে।



উপকারিতা : ফিতাকৃমির কোন উপকারিতা নেই।

অপকারিতা : ফিতাকৃমি দেহে বমি বমি ভাব, পেট

বড়থা ইত্যাদি সৃষ্টি করতে পারে।

8) স্নাপ-

পর্ব : কর্ডাটা (Chordata) এর স্নরীসৃদ
(Reptilia) ।

বৈশিষ্ট্য : বুকে ডর করে চলে । ত্বক শুষ্ক ও
আঁশযুক্ত । চারপায়েই পাঁচটি করে নখর যুক্ত আঙ্গুল আছে ।

Mechanical Engineering

বাসস্থান : এরা বৃক্ষবাসী, মরুবাসী, মেরুবাসী, গুহাবাসী, খেচর ইত্যাদি হয় থাকে।

উপকারিতা : ধান ক্ষেতের ইঁদুর এবং ক্ষতিকর পোকা দমনে সাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

অপকারিতা : সাপের কামড়ের ফলে বিশ্বের মাধ্যমে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে।

৫) কাক-

পর্ব : কর্ডাটা (Chordata) এর পক্ষীকুল (Aves) ।

বৈশিষ্ট্য : দেহ পালকে আবৃত । দুটি ডানা, দুটি পা ও একটি চক্ষু আছে । ফুসফুসের সাথে বায়ুথলি থাকায় সহজে উড়তে পারে । এরা উষ্ণ রক্তের প্রাণী । হাড় শক্ত, হালকা ও ফাঁদা ।

Mechanical Engineering

বাসস্থান : এরা বৃক্ষবাসী।

উপকারিতা : কাক পরিবেশের ময়লা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে।

অপকারিতা : কাক মানুষের উৎপাদিত বিভিন্ন ফল গাছ থেকে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।

Mechanical Engineering

৬) বিনুক-

পর্ব : মলাস্কা (Mollusca) ।

বৈশিষ্ট্য : দেহ নরম । নরম দেহটি সাধারণত শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকে । পেশীবহুল পা দিয়ে এরা চলাচল করে । ফুসফুস বা ফুলকর সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় ।

Mechanical Engineering

বাসস্থান : এদের প্রায় সবাই সামুদ্রিক এবং সাগরের বিভিন্ন স্থরে বাস করে। তবে কিছু কিছু প্রজাতির পাহাড়ি অঞ্চলে বন-জঙ্গলে ও স্বাদু পানিতে বাস করে।

উপকারিতা : সবুজ ঝিনুক দেশি, টিসুচ ও কোশকে চাষা করে তোলে, যা স্নায়ুর বিকাশে সহায়ক। অস্ফুমা রোগীদের জন্য ঝিনুক অত্যন্ত উপকারী।

Mechanical Engineering

ঝিনুকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকায় এটি বাতের ব্যথা ও শরীরের স্টিফনেস সারাতে সহায়ক। দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িতে তুলতে ঝিনুক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অপকারিতা : পাচনতন্ত্র এবং প্লীহা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ঝিনুক মারাত্মক ধরনের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

Mechanical Engineering

৭) রুই মাছ-

পর্ব : কর্ডাটা(Chordata) ।

বৈশিষ্ট্য : অধিকাংশই স্বাদু পানির মাছ । মাথার দুই পাশে ৪ জোড়া ফুলকা থাকে । ফুলকা গুলো কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে । ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চলায় ।

Mechanical Engineering

বাসস্থান : স্বাদু পানি ,সমুদ্র ইত্যাদি ।

উপকারিতা : রুই মাছ আমাদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করে ।

অপকারিতা : অতিরিক্ত মাছ খেলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে গিয়ে শরীর ডাইরাম বা ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে রোগ সংক্রমণ ।

৮) বিড়াল-

পর্ব : স্তন্যদায়ী(Mammalia) ।

বৈশিষ্ট্য : দেহ লোমে আবৃত থাকে । উষ্ণ রক্তের প্রাণী । চোয়ালে বিভিন্ন ধরনের দাঁত থাকে । হৃদপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ।

Mechanical Engineering

বাসস্থান : এরা স্থলে বসবাস করে ।

উপকারিতা : বিড়াল ঘরের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সাহায্য করে ।



অপকারিতা : বিড়ালের আঁচড়ে কামড়ে বিভিন্ন রকমের রোগের সৃষ্টি হতে পারে ।

Mechanical Engineering

আর এইভাবে উপরোক্ত আলোচনার মত আমাদের জীবনে এসকল পরিচিত প্রাণীগুলো বিভিন্ন রকম প্রভাব ফেলে ।